দেখিবে না—এই অভিপ্রায়েই শ্রীধরস্বামীপাদ 'অন্তরঙ্গাং ভক্তিমাহ' অর্থাৎ অন্তরঙ্গা ভক্তি বলিতেছেন, এইপ্রকার ব্যাখ্যা করিতেছেন। তৎপর—

ইতি সর্ব্বানি ভূতানি মদ্ভাবেন মহাদ্যুতে।
সভাজয়ন্ মন্যমানো জ্ঞানং কেবলমাশ্রিতঃ॥
ব্রাহ্মণে পুক্কশে স্তেনে ব্রহ্মণ্যেঽর্কে স্ফুলিঙ্গকে।
অক্রূরে ক্রূরকে চৈব সমদৃক্ পণ্ডিতো মতঃ॥ ১১।২৯।১৩-১৪॥

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে কহিলেন—"হে উদ্ধব! কেবল জ্ঞান অর্থাৎ অন্তর্য্যামী দৃষ্টি আশ্রয় করিয়াও পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সর্ব্বভুতে আমিই শ্রীকৃষ্ণরূপে বিদ্যমান আছি। বিশিষ্ট দৃষ্টিতে এইপ্রকার মনে করতঃ যে সকলকে সম্মান প্রদান করে, সেই জন পণ্ডিত। সর্ব্বভূতে অর্থাৎ ব্রাহ্মণে, পুক্কশে, স্তেনে (চোরে), ব্রাহ্মণ্যে, সূর্য্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গে, অক্রূরে এবং ক্রূরে যে জন মদ্দৃষ্টিতে সম অর্থাৎ আমাকেই দর্শন করিতেছে, তাহারই নাম পণ্ডিত। তৎপরে নিরন্তর সর্ব্বভূতে যে জন আমাকে ভাবনা করে, তাহার অচিরাৎ স্পর্দ্ধা, অসূয়া, তিরস্কার এবং নিজের প্রতি অহঙ্কার নিশ্চয় হইয়া থাকে। এইপ্রকারে সর্ব্বভূতে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণদৃষ্টিরূপ নিজ উপাসনাবিশেষের সত্বর স্পর্দ্ধাদিরূপ ফল উল্লেখ করিয়া, তৎপর শ্লোকে যাহারা নিজকে উপহাস করিতেছে এবং যাহারা সখারূপে হিত অনুশীলন করিতেছে, তাহাদিগকে অর্থাৎ শত্রু-মিত্র দৃষ্টি ত্যাগ করিয়া এবং যাহারা আমি উত্তম, অমুক নীচ—এইপ্রকার দৃষ্টি, এবং সেই দৃষ্টিতে নীচজাতিকে প্রণাম করা জন্য যে লজ্জা—এ সমুদয় বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া কুকুর, চণ্ডাল, গরু, গাধা প্রভৃতি সকলকেই দণ্ডবৎ হইয়া ভূমিতে প্রণাম করিবে। ইত্যাদিরূপে উপদেশের দ্বারা সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণদৃষ্টির সাধনরূপ সর্ব্বনমস্কার উপদেশ করতঃ, 'যতদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে শ্রীকৃষ্ণরূপী আমি বিদ্যমান আছি'—এইরূপ দৃষ্টি না আইসে, ততদিন পর্য্যন্ত বাক্য-মন-কায়বৃত্তির দ্বারা এইপ্রকার সকলকে নমস্কাররূপ উপাসনা করিবে। এইপ্রকারে সর্ব্বত্র প্রণামরূপ উপাসনারও অবধি হইতেছে সর্ব্বত্র স্বাভাবিক শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তি। ইহা উপদেশ করিয়া তৎপর শ্লোকে 'এইপ্রকার অনুষ্ঠানকারী সাধকের সর্ব্ববিশ্ব ব্রহ্মময় হইয়া থাকে, যেহেতু তাহার সর্ব্বত্র ঈশ্বরদৃষ্টিজন্য যে বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞানলাভ হয়, তাহার ফলে নরাকৃতি পরব্রহ্ম আমাকে দেখে বলিয়া নিখিল ক্রিয়া অর্থাৎ অনুষ্ঠান হইতে বিরত হইবে'—এইরূপ বলিয়াছেন। এই উপদেশ "সর্ব্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য"; এই ব্রহ্মপদটি শ্রীকৃষ্ণবাচক, যেহেতু শ্রীভগবান যশপ্রচেতোগণকে ৪।৩০।২০ শ্লোকে যে উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতে ব্রহ্মশব্দে শ্রীভগবানকে বুঝানো হইয়াছে। শ্রীভগবান প্রচেতোগণকে কহিলেন—"হে প্রচেতোগণ! যে সকল